বৈশাখ মাসে কৃষিতে করণীয়

নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে। বৈশাখ মাস দিয়ে শুরু হয় বাংলা বর্ষ। এ মাসে চলতে থাকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মেলা, পার্বন, উৎসব, আদর, আপ্যায়ন। পুরনো বছরের ব্যর্থতাগুলো ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের প্রত্যাশায় কৃষক ফিরে তাকায় দিগন্তের মাঠে। প্রিয় পাঠক আসুন এক পলকে জেনে নেই বৈশাখে কৃষির করণীয় দিকগুলো।

বোরো ধানঃ দেরিতে রোপণ করা বোরো ধানের জমিতে চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করতে হবে; নাবি বোরো ধানের থোড় আসার সময় যাতে খরার জন্য পানির অভাব না হয় তাই আগে থেকেই সম্পূরক সেচের জন্য মাঠের এক কোনে মিনিপুকুর তৈরি করতে হবে;থোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে;ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে;এ মাসে বোরো ধানে মাজরা পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং, গান্ধিপোকা, লেদাপোকা, ছাতরাপোকা, পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হতে পারে। পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার আক্রমণ রোধ করতে হবে। আলোর ফাঁদ পেতে, পোকা ধরার জাল ব্যবহার করে, ক্ষতিকর পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করে, উপকারী পোকা সংরক্ষণ করে, ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ধানক্ষেত বালাই মুক্ত করা দরকার; এসব উপায়ে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে সঠিকভাবে অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

এ সময় ধান ক্ষেতে উফরা, বাদামি দাগ রোগ, ব্লাস্ট, পাতা পোড়া ও টুংরো রোগসহ অন্যান্য রোগ হতে পারে। সঠিক বালাইনাশক ব্যবহার করে রোগ দমন করতে হবে; এ মাসে শিলাবৃষ্টি হতে পারে, বোরো ধানের ৮০% পাকলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলতে হবে;

গম ও ভুট্টাঃ রবি গম ও ভুট্টা মাঠ থেকে কাটার পর ভালোভাবে শুকিয়ে উপযুক্ত পাত্রকে বায়ুরোধী করে সংরক্ষণ করতে হবে। খরিপ ভুট্টার বয়স ২০-২৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে;মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে;জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং একই সাথে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

পাটঃ বৈশাখ মাস তোষা পাটের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। বিজেআরআই তোষা-৭, ও-৩৮২০, ও-৭৯৫ ভালো জাত;দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে তোষা পাট ভালো হয়;বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ৪ গ্রাম ভিটাভেক্স বা ১৫০ গ্রাম রসুন পিষে বীজের সাথে মিশিয়ে শুকিয়ে নিয়ে জমিতে সারিতে বা ছিটিয়ে বুনতে হবে;সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ২৫-৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে ৩৫-৪০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়;ভালো ফলনের জন্য শতাংশপ্রতি ৮০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার শেষ চাষের সময় মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে;জমিতে সালফার ও জিংকের অভাব থাকলে জমিতে সার দেয়ার সময় শতাংশপ্রতি ৪০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ কেজি দস্তা সার দিতে হবে;শতাংশ প্রতি ২০ কেজি গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ অনেক কম লাগে;আগে বোনা পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কাজগুলো যথাযথভাবে করতে হবে।
এ সময় পাটের জমিতে উড়চুঙ্গা ও চেলা পোকা এবং কান্ডপচা, কালপট্টি, নরম পচা, শিকড় গিট, হলদে সবুজ পাতা এসব রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করে পোকা ও রোগ দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

শাকসবজিঃ বসতবাড়ির বাগানে জমি তৈরি করে ডাঁটা,কলমিশাক,পুঁইশাক,করলা,ঢেঁড়স,বেগুন,পটোল চাষের উদ্যোগ নিতে হবে। মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা,ঝিঙা,ধুন্দুল,শসা,মিষ্টিকুমড়া,চালকুমড়ার বীজ বুনে দিতে পারেন;আগের তৈরি করা চারা থাকলে ৩০/৩৫ দিনের সুস্থ সবল চারাও রোপণ করতে পারেন;লতানো সবজির জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাচা তৈরি করে নিতে হবে;লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য গাছের বাড়বাড়তি বেশি হলে লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিতে হবে। এতে গাছে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে;কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে হাত পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন অধিক ফলনে দারুনভাবে সহায়তা করবে।
গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করতে চাইলে বারি টমেটো ৪, বারি টমেটো ৫, বারি টমেটো ৬, বারি টমেটো ১০, বারি টমেটো ১১, বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, বারি হাইব্রিড টমেটো ৫, বা বিনা টমেটো ১, বিনা টমেটো ২-এর চাষ করতে পারেন; গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করতে হলে পলিথিনের ছাওনির ব্যবস্থা করতে হবে সেসাথে এ ফসলটি সফলভাবে চাষের জন্য টমেটোটোন নামক হরমোন প্রয়োগ করতে হবে।

গাছপালাঃ এ মাসে আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার আক্রমন ও কাঁঠালের নরম পচা রোগ দেখা দেয়। এজন্য সতর্ক থাকতে হবে। পোকা ও রোগের আক্রমন দেখা মাত্র দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। নারিকেলের চারা এখন লাগাতে পারেন। ভালো জাতের সুস্থ সবল চারা ৬-৮ মিটার দূরে লাগানো যায়। গর্ত হতে হবে দৈর্ঘ্যে ১ ফুট, প্রস্থে ১ ফুট এবং গভীরতায় ১ ফুট। নারিকেলের চারা রোপণের ৫-৭ দিন আগে প্রতি গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, টিএসপি ৭৫০ গ্রাম, এমওপি ৫৫০ গ্রাম এবং জিপসাম ৫০০ গ্রাম ভালোভাবে গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গ্রামের রাস্তার পাশে পরিকল্পিতভাবে খেজুর ও তালের চারা এখন লাগাতে পারেন। যত্ন, পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে ২-৩ বছরেই গাছগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে;ভালো ফলনের জন্য এসময় বৃক্ষ জাতীয় গাছের বিশেষ করে ফল গাছের প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে; মাতৃগাছের পরিচর্যা, আগাছা দমন, প্রয়োজনীয় সেচ দিলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে; বৃষ্টি হয়ে গেলে পুরনো বাঁশ ঝাড় পরিষ্কার করে কম্পোস্ট সার দিতে হবে এবং এখনই নতুন বাঁশ ঝাড় তৈরি করার কাজ হাতে নিতে হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিস/উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে পারেন অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।